ইসলামী আক্বীদার ইতিহাস বৈশিষ্ট-প্রভাব

ARIFUL ISLAM

সূচীপত্র

- মানব অন্তরে আকিদার সূচনা-উপলব্ধি
- মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা
- আক্বীদায় বিভ্রান্তির সূচনা

FEBRUARY 6, 2020
ISLAMIC ONLINE MADRASAH

আক্বীদার ইতিহাস

মানব অন্তরে আকিদার সূচনা-উপলব্ধি

আল্লাহ বলেন-

﴿ سَنُرِيهِمۡ ءَايَٰتِنَا فِي ٱلۡأٓفَاقِ وَفِيٓ أَنفُسِهِمۡ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمۡ أَنَّهُ ٱلۡحَقُّۗ أَوَ لَمۡ يَكۡفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ شَهِيدٌ ﴾

“বিশ্বজগতের প্রান্তদেশে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে এ বিশ্বাস ও আকিদা সুস্পষ্ট হয় যে, এ কুরআন সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?” [সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ, আয়াত: ৫৩]

মূলত পার্থিব জগত, এর চাহিদা ও প্রয়োজন-ই মানুষের ভেতর আকিদার জনক। প্রতিদিন সে নিজস্ব কর্ম ও কর্তব্য সাধনে আকিদার সম্মুখীন হয়। তার সমস্ত চেষ্টা, সকল সাধনা, সমূহ অভিপ্রায় উন্মুখ থাকে এক অদৃশ্য সত্তার কৃপার তরে। তার নিকট-ই সে স্বীয় কর্মের প্রতিদান কামনা করে। যেমন, ব্যবসায়ী মূলধন বিনিয়োগ করে লাভের জন্য, অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসা গ্রহণ করে সুস্থতার জন্য, কৃষক বীজ বপন করে ফসলের জন্য এক অদৃশ্য সত্তার প্রতি ভরসা করে। তদ্রূপ সকল মুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল ব্যক্তি-ই আশা-ভরসার জন্য এক মহান সত্তা তথা আল্লাহর অনুগ্রহে বিশ্বাসী। কারণ, যা সে কামনা করে তা অর্জন করতে পারে না, আবার যার থেকে পলায়ন করে সেই তাকে আক্রমণ করে।

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى

আল্লাহ বলেন, “মানুষ যা চায়, তা-কি সে পায়? (না-পায় না; জেনে রাখ) পূর্বাপর সমস্ত মঙ্গলই আল্লাহর হাতে।” [সূরা আন-নাজম, আয়াত: ২৪-২৫]

মানুষের অক্ষমতার আরো উদাহরণ, মানুষ শান্তি, নিরাপদ ও পরস্পর মিল মহব্বতে বাস করতে চাইলেও পারে না, পাহাড় সম বাধা আর সমুদ্রের সারি সারি ঢেউয়ের ন্যায় জটিলতা এসে হাযির হয়। মানুষের সবচেয়ে বড় অক্ষমতার প্রমাণ স্বীয় মন ও সত্তার সাথে বৈরিতা। তবে আল্লাহ মুমিনদের ওপর খাস রহমত তথা শান্তি অবতীর্ণ করেন। এসব ব্যাপার ও বিষয়বস্তু মানুষের ক্ষমতার বাইরে, সাধ্যের অতীত, **আর এখানেই আল্লাহর পরিচয়। ফলে স্বভাবত মানুষ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। এটা-ই তার প্রকৃতিগত ও স্বভাবসিদ্ধ।**

মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা:

ইসলাম হচ্ছে স্বভাবজাত দ্বীন ও জীবন ব্যবাস্থা। ইসলামী আক্বীদার সাথে সামঞ্জস্য করে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই সৃষ্টির শুরু থেকেই ইসলামী আক্বীদার সূচনা। এই দ্বীনের উপরই এই পৃথিবীর প্রথম মানব হযরত আদম আ. কে সৃষ্টি করা হয়েছিলো। কেননা আল্লাহ তাকে তার দ্বীনের জন্য মনোনীত করেছেন বলে কোরআনে নিজেই ঘোষণা দিচ্ছেন (সূরা আলে-ইমরান ৩৩)

এছাড়া মানুষের রূহ সৃষ্টি করার পরই; মহান আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকের কাছ থেকে তার তাওহীদের স্বীকৃতি নিয়েছিলেন-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্টদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই ? তারা বলল, অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি। (আরাফ ১৭২)

এই আয়াত থেকে একথা প্রতিয়মান হয় যে, তাওহীদ তথা একত্ববাদের আকিদাই মানব প্রকৃতির সর্বপ্রথম আকিদা, পরবর্তীতে শির্কের জন্ম হয়। যেমন টি হাদীসে কুদসতে আল্লাহ সুব. ইরশাদ করছেন-

إِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ ، وَإِنَّهُمْ أَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا

আমি আমার বান্দাদের প্রত্যেককেই একনিষ্ঠ (মুসলিম) করে সৃষ্টি করেছি; তারপর তাদের কাছে শয়তান এসে তাদেরকে দ্বীন বিচ্যুত করে দিয়েছে। আমি তাদের জন্য যা হারাম করেছি; শয়তান এসে তা তাদের কাছে হালাল করে দিয়েছে; এবং **আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করার নির্দেশ দিয়েছে; যার ব্যাপারে আমি কোন দলীলই নাযিল করিনি।** (সহীহ মুসলিম ৭৩৮৬)

এই হাদীস থেকেও একথা প্রতিয়মান হয় যে সো জন্মলগ্ন থেকেই মানুষ ইসলামী আকীদা পোষণ করে আসছে

আক্বীদায় বিভ্রান্তির সূচনা

আল্লাহ তখনই নবী-রাসূলদের প্রেরণ করেছেন, যখন মানব সমাজে বিচ্যুতি ঘটেছে, নৈতিক পতন এসেছে, **যখন তারা নিজদের সৃষ্ট বস্তুর ইবাদত ও পূঁজা-অর্চনায় মগ্ন হয়েছে। যেমন, সূর্যের ইবাদত,** কারণ সে নিয়মানুবর্তিতা বজায় রেখে সর্বদা উদিত হয়, এর দ্বারা তারা উপকৃত হয়। **তদ্রূপ মানুষ এক সময় পিতার উপাসনা করেছে**: কারণ, সে দুনিয়ায় আসার মাধ্যম, শক্তির আধার। **আরেকটু অগ্রসর হয়ে গোত্রপতির উপাসনা শুরু করেছে। কারণ, সে সমাজপতি, তার ক্ষমতাই বেশি, তার শক্তিই প্রবল।** যেমন, আদি মিসরবাসীরা ফির‘আউনের ইবাদত করেছে। [সূরা আন-নাজিআত, আয়াত: ২৩-২৪] পরবর্তীতে আক্বীদায়

বিভ্রান্তি দেখা দিলে আল্লাহ তাআলা নুহ আ. কে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। নূহ আ. এর যুগে মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম আক্কীদায় বিভ্রান্তি দেখা দেয়।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلاَّ الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ لِمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

সকল মানুষ একই জাতি সত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পয়গম্বর পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকরী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মাঝে বিতর্কমূলক বিষয়ে মীমাংসা করতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু পরিষ্কার নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক জেদবশতঃ তারাই করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ ঈমানদারদেরকে হেদায়েত করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদ লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, সরল পথ বাতলে দেন। (বাক্কারা ২১৩)

"সকল মানুষ একই জাতি-সত্বার অন্তর্ভুক্ত ছিলো এই আয়াতের ব্যাখায় ইমাম ইবনে কাসীর রাহি. নিম্নোক্ত হাদীস দিয়ে ব্যখ্যায় করেছেন-

عن ابن عباس ، قال : كان بين نوح وآدم عشرة قرون ، كلهم على شريعة من الحق . فاختلفوا ، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين

নুহ এবং আদম আ. এর মাঝে ছিলো ১০ শতাব্দি. এবং তার প্রত্যেকেই সত্য শরিআহ (ইসলামের) উপর ছিলেন। তারপর তার মতভেদ করলেন; তখন আল্লাহ নবী পাঠালেন সুংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে। (ইবনে কাসীর ১/২১৮)

বৈশিষ্ট-প্রভাব

ইসলামী আক্কীদার মৌলিক দিকগুলো হচ্ছে : আল্লাহ, ফেরেশতা, আসমানী কিতাব, রাসূল, পরকাল ও তাক্কদীরের ভাল-মন্দের প্রতি বিশ্বাস।

মানবীয় জীবনে ইসলামী আক্কীদার প্রভাব প্রত্যক্ষ করার জন্য উম্মতের প্রথম সারির মানুষদের(সাহাবায়ে কেরাম) জীবনাচার ও কর্মধারা পর্যালোচনা করাই যথেষ্টতারাই মুসলিম মিল্লাতের প্রথম কাফেলা যারা নিজ জীবনে কুরআন ও সুন্নাহ বাস্তবায়ন করেছেন, প্রভাবিত হয়েছেন তাতে বর্ণিত আক্কীদা ও বিশ্বাসে।

1. তাওহীদ : এটি ইসলামী আক্কীদার মূল ভিত্তি। ইতিহাস পর্যালোচনার মাধ্যমে এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, মানব জীবনে সবচেয়ে বেশী প্রভাব সৃষ্টিকারী হচ্ছে এ তাওহীদ। এ আক্কীদা গ্রহণকারী একজন মানুষ যে পরিমাণ ত্যাগ ও কঠিন কর্ম সম্পাদন করতে পারে, তা এ আক্কীদাশূন্য অন্য কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে তাওহীদের প্রভাব সে ব্যক্তির মধ্যেই বিকশিত হবে, যে একে আলিঙ্গন করবে এবং এর রঙে রঙিন হবে। উদাহরণস্বরূপ

বলা যায়, একটি ব্যাটারী বিদ্যুৎ থেকে যে পরিমাণ চার্জ সংগ্রহ ও ধারণ করতে পারবে, সে সে পরিমাণ-ই দায়িত্ব পালন করতে পারবে। এটাই খাঁটি তাওহীদে বিশ্বাসী একজন পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তির উদাহরণ। যে ব্যক্তি ইসলামী আক্বীদা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে এবং প্রাণবন্তভাবে নিজ দায়িত্ব পালন করে, সেই হচ্ছে শাশ্বত দীক্ষায় দীক্ষিত প্রকৃত মুসলমান।

- ইসলাম তার প্রথম যুগের অনুসারীদের দ্বারা যে দৃষ্টান্ত পেশ করেছে, তা সমগ্র মানব ইতিহাসে বিরল ও দুর্লভ। যা শুধু আবুবকর, ওমর, ওছমান, আলী কিংবা এদের মত উজ্জ্বল কতক নক্ষত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি, যদিও তারা গৌরবময় মানব ইতিহাসের মধ্যমণি। তদুপরি তারা ছাড়াও হাজার ব্যক্তি ও উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে। যেমন – **হজরত বেলাল- এবং ইসলামের প্রথম শহীদ হযরত সুমাইয়া রাযি. প্রমুখদের ইমানদীপ্ত ঘটনা তার প্রমাণ।**
- অনুরূপভাবে একজন মুজাহিদকে যিনি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য নিজ হাতে বিদ্যমান কয়েকটি খেজুর এ বলে ফেলে দিয়েছিলেন, **‘এগুলো খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা আমার জন্য দীর্ঘ জীবনের আশা করা বৈকি’। অতঃপর তা নিক্ষেপ করে শাহাদাতের অদম্য স্পৃহায় যুদ্ধের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। একপর্যায়ে শাহাদাতের স্বর্গীয় সুধা পান করে পার্থিব জীবনের ইতি টানেন।**
- যানবাজ আরেক লড়াকু মুজাহিদ যিনি পারস্যের মোকাবিলায় জিহাদের জন্য বর্ম পরিধান করেন, অন্য সাথীরা বর্মে ছিদ্র দেখে সাবধান করে তা পাল্টাতে বললেন। উত্তরে তিনি হেসে বলে বললেন, **এ ছিদ্রজনিত আঘাতে মারা গেলে অবশ্যই আমি আল্লাহর কাছে আদৃত হব। এরপর বিলম্ব না করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। সে ছিদ্র দিয়ে হঠাৎ আঘাত হানে একটি তীর, ফলে সহাস্যবদনে সেখানেই তিনি শাহাদাতকে আলিঙ্গন করেন। শাহাদাতের স্বতঃস্ফূর্ত আলিঙ্গনে এভাবেই তিনি আল্লাহর পানে ছুটে চলেন।**

মানব কল্যাণ, পরার্থপরতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার বিবিধ ক্ষেত্রে এরূপ অনেক নযীর রয়েছে, যা অন্য আক্বীদায় বিশ্বাসী কোন মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইতিহাস এমন নযীর গড়তে ব্যর্থ হয়েছে বারবার।

2. ইসলামী আক্বীদার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে, আল্লাহভীতি ও ক্বিয়ামত দিবসের বিশ্বাস। এর ফলে স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ হয়, সর্বক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নিজ দায়িত্ববোধ সদা জাগ্রত থাকে। উদাহরণস্বরূপ ওমর (রাঃ)-এর কথা উল্লেখ করা যায়, তিনি ছিলেন খলীফাতুল মুসলিমীন। তিনি আল্লাহভীতি ও নিজ দায়িত্ববোধ থেকে বলেছিলেন, ‘ইয়ামানের সানআ‘তেও যদি কোন গাধার পা পিছলে যায়, তাহলে সে ব্যাপারে আমিই দায়ী, কেন তার রাস্তা সমতল করে দেইনি।’